প্রথম তফসিল
[ধারা ৩(২) দ্রষ্টব্য]
সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ভৌগোলিক এলাকা

[1][“ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনঃ

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৪ এবং ৫৫।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনঃ

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং- ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১ এবং ৯২।”]

[1] ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও এন্ট্রিসমূহ ''ঢাকা সিটি কর্পোরেশনঃ'' ও এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ২২ নং আইন) এর ৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

(১) কোতোয়ালী থানা (সম্পূর্ণ)

(২) ডবল-মুরিং থানা (সম্পূর্ণ)

(৩) পাহাড়তলী থানা (সম্পূর্ণ)

(৪) চান্দগাঁও থানা (সম্পূর্ণ)

(৫) বন্দর থানা (আংশিক) : কর্ণফুলী নদীর মধ্য স্রোত-ধারার উত্তরাংশ এবং ডবল-মুরিং থানার দক্ষিণের সীমারেখা যাহা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, চান্দগাঁও থানার দক্ষিণ এবং পূর্ব সীমারেখা।

(৬) পাঁচলাইশ থানা (সম্পূর্ণ) : পশ্চিম ষোলশহরের জে, এল নং ৬, কুলগাঁও জে, এল নং ৪২, এবং জালালাবাদ জে, এল নং ৪১, যাহা চট্টগ্রাম সেনানিবাসের অন্তর্ভুক্ত।

(৭) হাটহাজারী থানা (আংশিক) : (১) জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী জে, এল নং ৩৯ (আংশিক) (২) দক্ষিণ পাহাড়তলী জে,এল নং ৪০ (আংশিক) ব্যতীত যাহা জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী জে, এল নং ৩৯ এবং দক্ষিণ পাহাড়তলী, জে, এল নং ৪০ নিয়ে চট্টগ্রাম সেনানিবাস গঠিত।

সীমানা :

উত্তরে : লতিফপুর জে, এল নং ৬৪, জঙ্গাল সলিমপুর জে, এল নং ৬৬, জঙ্গাল পশ্চিম পাট্রি-জে, এল নং ৩৮, মাইজপাট্রি-জে, এল নং ৩২, পশ্চিম পাট্রি-জে, এল নং ৩৩।

দক্ষিণে : বঙ্গোবসাগরের শেষ প্রান্ত ধারা এবং কর্ণফুলী নদীর মাঝ বরাবর স্রোতধারা।

পূর্বে : কর্ণফুলীর মধ্য স্রোতধারা যাহা হালদা নদীর মোহনায় মধ্য স্রোতধারা পর্যন্ত।

চিকনদন্ডী	-	জে, এল নং ৪৩
খন্দকিয়া	-	জে, এল নং ৪৭
বাথুয়া	-	জে, এল নং ৪৯
কুয়াইশ	-	জে, এল নং ৫০
বুড়িশ্চর	-	জে, এল নং ৫১

পশ্চিমে : বঙ্গোপসাগরের শেষ প্রান্ত জলসীমা পর্যন্ত।

জঙ্গাল সলিমপুর	-	জে, এল নং ৬৬
ভাটিয়ারী	-	জে, এল নং ৬০
জঙ্গাল ভাটিয়ারী	-	জে, এল নং ৬৯
জঙ্গাল লতিফপুর	-	জে, এল নং ৬৫
লতিফপুর	-	জে, এল নং ৬৪

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সীমানা নিম্নে বিস্তারিত প্রদত্ত হইলঃ

কর্পোরেশনের সীমারেখা উত্তর কাট্টলীর (জে, এল নং ১) উত্তর-পশ্চিম কোণা হইতে শুরু, উত্তর কাট্টলীর পূর্ব দিকে গিয়া উত্তর সীমানা ধরে উত্তর পাহাড়তলী (জে, এল নং ৪) মৌজার পশ্চিম কোণায় মিলিয়াছে এবং উত্তর-পূর্ব দিকে গিয়া জঙ্গাল লতিফপুরের (জে, এল নং ৬৪) দক্ষিণে সীমানা হইয়া জালালাবাদ (জে, এল নং ৪১) এর পশ্চিম কোণায় মিশিয়াছে, এবং পূর্ব দিকে দিয়া জঙ্গাল পশ্চিম পাট্রি (জে, এল নং ৩৮) এবং পশ্চিম পাট্রি (জে, এল নং ৩৩)-এর দক্ষিণের সীমানা দিয়া মাইজ পাট্রি মৌজার (জে, এল নং ৩২) দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় মিশিয়াছে, চিকনদন্ডি মৌজা (জে, এল নং ৪৩), উত্তর-পশ্চিম কোণায় খন্দকিয়া মৌজা (জে, এল নং ৪৭), পূর্ব সীমানা হইয়া পশ্চিম-দক্ষিণ সীমানা পাড় হইয়া পাঁচলাইশ মৌজা (জে, এল নং ৭)-এর উত্তর প্রান্তে মিশিয়াছে এবং পাঁচলাইশ মৌজা (জে, এল নং ৭)-এর উত্তর-পূর্ব সীমানা হইয়া কুয়াইশ মৌজা (জে, এল নং ৫০)-এর দক্ষিণ সীমানা হইয়া বুড়ীশ্চর মৌজা (জে, এল নং ৫১)-এর দক্ষিণ প্রান্তে মিশিয়াছে; এবং বুড়ীশ্চর মৌজা (জে, এল নং ৫১)-এর দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা হইয়া হালদা নদীর মধ্য স্রোতধারা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এখান থেকে হালদা নদীর মধ্য স্রোতধারা প্রবাহিত হইয়া কর্ণফুলী নদীর মধ্য স্রোত ধারায় মিশিয়াছে; কর্ণফুলী নদীর মধ্য স্রোত ধারা এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরের জলধারার প্রান্ত পর্যন্ত মিশিয়াছে এবং জলধারার উত্তর কাট্টলী মৌজা (জে, এল নং ১)-এর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

১। খুলনা সদর থানা (সম্পূর্ণ)

২। দৌলতপুর থানা (আংশিক)

উত্তরে মিরের ডাঙ্গা মৌজা জে, এল নং ৩ এবং যুগিপোল মৌজার জে, এল নং ২-এর দক্ষিণ কোণা। খুলনা সদর থানা এলাকা পূর্বে ভৈরব নদী এবং পশ্চিমে মহেশ্বরপাশা মৌজার শেষ প্রান্ত জে, এল নং ৪ এবং আড়ংঘাটা মৌজা জে, এল নং ৫ এবং বিল পাবলা জে, এল নং ৫৪। রায়েরমহল মৌজা জে, এল নং ১১ এবং বয়রা মৌজা জে, এল নং ১২-এর শেষ প্রান্ত এবং ছোট বয়রা মৌজা জে, এল নং ৩-এর শেষ প্রান্ত।

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

সীমানাঃ

উত্তরেঃ	মৌজা মিরেরডাঙ্গা, জে, এল নং ৩, যোগীপোল মৌজা, জে, এল নং ২।
পূর্বেঃ	রূপসা নদী ও ভৈরব নদী।
পশ্চিমেঃ	আড়ংঘাটা মৌজা জে, এল নং ৫, দেয়ানা মৌজা, জে, এল নং ৮, খুদী নদী ও দেনারাবাদ মৌজা জে, এল নং ৮৫।
দক্ষিণেঃ	দুবি মৌজা জে, এল নং ৮৭, হরিণটানা মৌজা, জে, এল নং ৮১।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সীমানা বিস্তারিতভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

কর্পোরেশনের সীমানা দুবি মৌজা জে, এল নং ৮৭-এর উত্তর-পূর্ব কোণা হইতে শুরু হইবে এবং উত্তরে রূপসা নদী মধ্যস্রোত পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। এবং উক্ত মধ্যস্রোত উত্তরে ভৈরব নদীতে মিলিত হইবে এবং উহা উত্তরে মিরেরডাঙ্গা মৌজা জে, এল নং ৩ পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অন্য দিকে দুবি মৌজার দক্ষিণ-পূর্ব কর্ণার-এর বামদিক হইতে শুরু এবং রূপসা নদীর পশ্চিম পাড় দিয়া উত্তরে টুটপাড়া মৌজা জে, এল নং ৪-এর উত্তর সীমা দিয়া উত্তর-পশ্চিম দিয়া ছোট বয়রা মৌজা জে, এল নং ১-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হইয়া গোয়ালপাড়া মৌজা জে, এল নং ১৪-এর উত্তর সীমা দিয়া আতাই নদীর সংযোগস্থল দিয়া ক্রিসেন্ট জুট মিলের কাছে ভৈরব নদীর পশ্চিম পাড় পর্যন্ত যাইয়া পাবলা মৌজার জে, এল নং ১০-এর সংযোগস্থল সঙ্গে ভৈরব নদীর দক্ষিণ পাড় হইয়া মহেশ্বর পাশা মৌজা জে, এল নং ৪-এর উত্তরে শেষ সীমা পর্যন্ত যাইয়া এফ আই ডি সি এবং মিরেরডাঙ্গা মৌজা জে, এল নং ৩-এর সংযোগস্থল হইয়া মহেশ্বরপাশা মৌজা জে, এল নং ৪-এর উত্তর-পশ্চিম কোণা দিয়া তেলীগাতী মৌজা জে, এল নং ১-এর পূর্ব সীমা স্পর্শ করিয়া বিল সালুয়া জে, এল নং ৫৩-এর দক্ষিণের শেষ সীমা দিয়া অতিবাহিত হইয়া আড়ংঘাটা জে, এল নং ৫-এর দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়া শেষ সীমা অতিক্রম করিয়া দৌলতপুর, আড়ংঘাটা ও দেয়ানা মৌজার সংযোগস্থল পর্যন্ত, ইহার পর সেখান হইতে পাবলা মৌজা জে, এল নং ১০-এর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা দিয়া রায়েরমহল মৌজার সংযোগস্থল হইয়া রায়েরমহল মৌজার দক্ষিণ সীমা দিয়া বয়রা মৌজা জে, এল নং ১২-এর সংযোগস্থল এবং সেখান হইতে ছোট বয়রা মৌজা জে, এল নং ১-এর পূর্ব পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া সীমা পর্যন্ত, বানরগাতী মৌজা জে, এল নং ২, বানিয়াখামার মৌজা জে, এল নং ৩, (হরিণাটানা মৌজা জে, এল নং ৮৯ বাদে) টুটপাড়া মৌজা জে, এল নং ৪, হইয়া লবণচরা মৌজা জে, এল নং ৬৫, এবং পূর্ব-দক্ষিণ সীমা দিয়া দুবি মৌজা জে, এল নং ৮৭ হইয়া রূপসা নদীর মধ্যস্রোতের সংযোগস্থল পর্যন্ত।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

সীমানাঃ

উত্তরেঃ	মৌজা হরগ্রাম, জে, এল নং ৪৩, মৌজা বড় বনগ্রাম, জে, এল নং ১০৯, মৌজা মেহেরচন্ডী, জে, এল নং ১২০।
দক্ষিণেঃ	পদ্মা নদী।
পূর্বেঃ	মৌজা বুধপাড়া জে, এল নং ১২৫, মৌজা মির্জাপুর, জে, এল নং ১১৯, মৌজা ডাঁশমারী, জে, এল নং ১৯৪।
পশ্চিমেঃ	মৌজা গোয়ালপাড়া, জে, এল নং ৪২, মৌজা হারুপুর (আংশিক), জে, এল নং ২১৬।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

সীমানাঃ

উত্তরেঃ	মৌজা তারাপুর, জে, এল নং ৭৬, মৌজা কুমারগাঁও, জে, এল নং ৮০, মৌজা লাক্কাতুরা, জে, এল নং ৭৫, মৌজা ব্রাহ্মণছড়া, জে, এল নং ৭৮।
দক্ষিণেঃ	মৌজা ধরাধরপুর, জে, এল নং ১১৫, মৌজা পিরিজপুর, জে, এল নং ১১৪, মৌজা আলমপুর, জে, এল নং ১০৭, মৌজা বরইকান্দি, জে, এল নং ১১৬, মৌজা মনিপুর, জে, এল নং ১০৮।
পূর্বেঃ	মৌজা খাদিমনগর, জে, এল নং ৬৩, মৌজা দেবপুর, জে, এল নং ৯৬।
পশ্চিমেঃ	মৌজা আখলিয়া, জে, এল নং ৮৮, মৌজা খানুয়া, জে, এল নং ২৭, মৌজা সাধীরখলা, জে, এল নং ৮৯।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

সীমানাঃ

উত্তরেঃ গণপাড়া (আংশিক), জে, এল নং ১২, মাতাসার, জে, এল নং ৩৪, পরানপাড়া (আংশিক), জে, এল নং ৩৩, গাওয়াসার, জে, এল নং ৪৬, উলানখালী জে, এল নং ৪৫।

দক্ষিণেঃ দপদপিয়া ফেরীঘাট, মৌজা দপদপিয়া, জে, এল নং ১৩০।

পূর্বেঃ কীর্তনখোলা নদী, মৌজা চরবদনা (আংশিক), জে, এল নং ৬২।

পশ্চিমেঃ মৌজা কলাডেমা চহুতা, জে, এল নং ৫, করমজা, জে, এল নং ১৫, ডেফুলিয়া, জে, এল নং ২৯, ইন্দ্রকাঠি, জে, এল নং ২৮, হরিণা ফুলিয়া, জে, এল নং ২৫, জাগুয়া জে, এল নং ৫৪, তাজকাঠি, জে, এল নং ৫৫।

দ্বিতীয় তফসিল

[ধারা ৭(১) দ্রষ্টব্য]

শপথ বা ঘোষণা

আমি...

পিতা/স্বামী...

.... সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/কাউন্সিলর নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ [বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা] করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল

(ধারা ৪১ দ্রষ্টব্য)

বিস্তারিত কার্যাবলী

১. জনস্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব

১.১ কর্পোরেশন নগরীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকিবে এবং এই আইন বা ইহার অধীনে এতদ্সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার থাকিলে, উহা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ

১.২ কোন ইমারত বা জায়গা অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর অবস্থায় থাকিলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা উহার মালিক বা দখলদারকে—

(ক) উহা পরিস্কার করিতে বা যথাযথ অবস্থায় রাখিতে ;

(খ) উহা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিতে ;

(গ) উক্ত ইমারতের চুনকাম করিতে এবং নোটিশে উল্লেখিতরূপে ইহার অপরিহার্য মেরামতের ব্যবস্থা করিতে ; এবং

(ঘ) উক্ত ইমারত বা জায়গা, স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

১.৩ ক্রমিক ২.১-এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করা না হইলে, কর্পোরেশন উক্ত ইমারত বা জায়গার মালিক বা দখলদারের খরচে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে, এবং ইহাতে কর্পোরেশনের যে খরচ হইবে, তাহা এই আইনের অধীনে উক্ত মালিক বা দখলদারের উপর আরোপিত কর হিসাবে গণ্য হইবে।

আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ এবং উহার ব্যবস্থাপনা

১.৪ কর্পোরেশন উহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জনপথ, সাধারণ পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হইতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করিবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১.৫ কর্পোরেশনের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে, কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সকল ইমারত ও জায়গার দখলদারগণ উহা হইতে আবর্জনা অপসারণের জন্য দায়ী থাকিবে।

১.৬ কর্পোরেশন নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলিবার পাত্র বা অন্যবিধ আধারের ব্যবস্থা করিবে এবং যেখানে অনুরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হইবে, কর্পোরেশন সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়ী ঘর ও জায়গা-জমির দখলদারগণকে তাহাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেলিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবে।

১.৭ কর্পোরেশনের কর্মচারীগণ কর্তৃক অথবা তাহাদের তত্ত্বাবধানে অপসারিত বা সংগৃহীত আবর্জনা বা ময়লা এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত পাত্র বা আধারে জমাকৃত ময়লা বা আবর্জনা কর্পোরেশনের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হবে।

পায়খানা ও প্রস্রাবখানা

১.৮ কর্পোরেশন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক পায়খানা এবং প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করিবে এবং তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

১.৯ যে সকল ঘরবাড়িতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানা আছে সে সকল ঘরবাড়ীর মালিক তাহা কর্পোরেশনের সন্তুষ্টি অনুযায়ী সঠিক অবস্থায় রাখিবে।

১.১০ কোন ঘরবাড়ীতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা না থাকিলে বা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকিলে, কিংবা কোন আপত্তিকর স্থানে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা থাকিলে, কর্পোরেশন উক্ত ঘরবাড়ী বাসস্থানের মালিককে নোটিশ দ্বারা—

(ক) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করা ;

(খ) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা পরিবর্তন সাধন করা ;

(গ) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা অপসারণ করা : এবং

(ঘ) যেখানে ভূগর্ভস্থ কোন পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা আছে সেখানে সাধারণভাবে পরিষ্কারযোগ্য পায়খানা বা প্রস্রাবখানাকে পয়ঃপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

২. জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি

২.১ কর্পোরেশন উহার সীমানার মধ্যে যে সকল জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ হইবে সেইগুলি প্রবিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রি এবং ক্ষেত্রমতে পরিসংখ্যান বা তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করিবে।

৩. সংক্রামক ব্যাধি

৩.১ নগরীতে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩.২ কর্পোরেশন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

৩.৩ কর্পোরেশন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

৪. স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন ইত্যাদি

কর্পোরেশন প্রয়োজন অনুসারে—

(ক) স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাতৃসদন এবং মহিলা, শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং অনুরূপ কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাতৃসদন বা কল্যাণ কেন্দ্রে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে ;

(খ) ধাত্রী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) পরিবার পরিকল্পনা উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে ; এবং

(ঘ) মহিলা, শিশু এবং বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

কর্পোরেশন স্বাস্থ্যমূলক শিক্ষাসহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতির বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬. হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী

৬.১ কর্পোরেশন নগরবাসীর চিকিৎসার সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

৬.২ কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

৭. চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি

কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে বা সরকার নির্দেশ দিলে, নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা—

(ক) প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা ;

(খ) ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সাহায্য ইউনিট স্থাপন ও পরিচালনা ;

(গ) চিকিৎসা সাহায্য প্রদানকল্পে সমিতি গঠনে উৎসাহদান ;

(ঘ) চিকিৎসা বিদ্যার উন্নয়ন ;

(ঙ) চিকিৎসা সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ প্রদান ; এবং

(চ) স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

৮. পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন প্রণালী

পানি সরবরাহ

৮.১ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে, কর্পোরেশন নগরীতে সাধারণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে।

৮.২ কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে অথবা সরকার নির্দেশ দিলে পানি সরবরাহ, সঞ্চয় ও বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পানি সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

৮.৩ যে ক্ষেত্রে নলের সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, সেক্ষেত্রে কর্পোরেশনের প্রবিধান অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি ঘরবাড়িতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস

8.4 নগরীর অভ্যন্তরে সকল বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎস কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে।

8.5 কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতীত পানীয় জলের জন্য কোন নতুন কূপ খনন, নলকূপ স্থাপন অথবা পানি সরবরাহের জন্য অন্য কোন উৎসের ব্যবস্থা করা যাইবে না।

8.6 পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত কোন বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎসের মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারীকে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা—

(ক) উহাকে যথাযথ অবস্থায় রাখিবার এবং সময় সময় ইহার পলি, আবর্জনা ও পঁচনশীল দ্রব্যাদি অপসারণ করিবার;

(খ) উহাকে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত রোগ সংক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার;

(গ) উহার পানি পানের অনুপযুক্ত বলিয়া কর্পোরেশন সাব্যস্ত করিলে, উহার পানি পানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার জন্য উক্ত নোটিশে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

পানি নিষ্কাশন

৮.৭ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে কর্পোরেশন নগরীতে পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করিবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নর্দমাগুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিষ্কার রাখিবে।

৮.৮ কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে এবং ফিস প্রদানে কোন বাড়ী বা জায়গার মালিক উহার নর্দমা কর্পোরেশনের নর্দমার সহিত সংযুক্ত করিতে পারিবে।

৮.৯ নগরীতে অবস্থিত সকল বেসরকারি নর্দমা কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীনে থাকিবে এবং কর্পোরেশন প্রবিধান অনুযায়ী উহার সংস্কার করিবার, পরিষ্কার করিবার এবং বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

পানি নিষ্কাশন প্রকল্প

8.10 কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে বা সরকার নির্দেশ দিলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে পানি বা ময়লা নিষ্কাশনের জন্য সরকারি বা বেসরকারি খরচে নর্দমা নির্মাণ বা অন্যান্য পূর্ত কাজের জন্য পানি নিষ্কাশন প্রকল্প প্রণয়ন করিতে পারিবে।

8.11 নগরীতে অবস্থিত কোন বাড়ীঘর বা জায়গার মালিককে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা—

(ক) উক্ত বাড়ীঘর বা জায়গায় বা তৎসংলগ্ন রাস্তায় নোটিশে উল্লিখিত নর্দমা নির্মাণ করিবার;

(খ) অনুরূপ যে কোন নর্দমা অপসারণ, সংস্কার বা উহার উন্নয়ন করিবার ; এবং

(গ) উক্ত বাড়ীঘর বা জায়গা হইতে সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

স্নান ও ধৌত করার স্থান

8.12 কর্পোরেশন সময় সময়—

(ক) জনসাধারণের স্নান করা, কাপড় ধৌত করা বা কাপড় শুকাইবার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিবে;

(খ) অনুরূপ স্থানসমূহ কখন ব্যবহার করা হইবে এবং কাহারা ব্যবহার করিবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিবে;

(গ) প্রকাশ্য নোটিশ দ্বারা উক্তরূপ নির্দিষ্ট নয় এইরূপ কোন জায়গাকে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারিবে।

ধোপী ঘাট এবং ধোপা

8.13 কর্পোরেশন ধোপীদের ব্যবহারের জন্য ধোপীঘাটের ব্যবস্থা করিবে এবং উহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং উহার ব্যবহারের জন্য ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

8.14 কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা ধোপীদের লাইসেন্স এবং তাহাদের পেশা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

সরকারি জলাধার

৮.১৫ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কর্পোরেশন ব্যক্তি মালিকানাধীন নহে এবং নগরীর মধ্যে অবস্থিত এইরূপ সকল পানির উৎস, ঝর্ণা, নদী, দীঘি, পুকুর ও ধারা অথবা উহার কোন অংশকে সরকারি জলাধার হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

৮.১৬ উক্ত সরকারি জলাধারে চিত্ত-বিনোদন এবং জীবন রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং পানি সেচ, পানি নিষ্কাশন ও নৌ-চলাচল সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে উহার উন্নয়ন ও সংস্কার করিতে পারিবে।

৮.১৭ কর্পোরেশন জলাধার আইনের বিধান অনুযায়ী কর্পোরেশনভুক্ত সকল জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকিবে।

৯. সাধারণ খেয়া পারাপার

৯.১ কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা সরকারি জলাধারে ভাড়ায় চলাচলকারী নৌকা বা অন্যান্য যানবাহনের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করিতে, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করিতে এবং তজ্জন্য প্রদেয় ফিস নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

৯.২ সরকার কোন জলাধারের অংশবিশেষকে সাধারণ খেয়া পারাপার হিসাবে ঘোষণা করিয়া উহার ব্যবস্থাপনা কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে এবং কর্পোরেশন উক্ত খেয়া পরিচালনা করিবে এবং উহা ব্যবহারের জন্য টোল আদায় করিবে।

১০ সরকারি মৎস্য ক্ষেত্র

কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন জলাধারকে সাধারণ মৎস্যক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ মৎস্যক্ষেত্রে মৎস্য শিকারের অধিকার কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

11. **খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি**

খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত

১১.১ কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা—

(ক) লাইসেন্স ব্যতীত কোন স্থান বা ঘরবাড়িতে কোন নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(খ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য বিক্রয়ার্থে নগরীতে আমদানী কিংবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য ফেরী করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(গ) প্রবিধানে উল্লিখিত স্থানসমূহে নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির ফেরী করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয়দ্রব্য পরিবহনের সময় ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(ঙ) এই ধারার অধীনে লাইসেন্স প্রদান এবং প্রত্যাহার এবং লাইসেন্সের জন্য প্রদেয় ফিস নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে; এবং

(চ) খাদ্যের জন্য আনীত বা নির্দিষ্ট কোন রোগাক্রান্ত পশু, হাঁস-মুরগী বা মাছ কিংবা কোন বিষাক্ত খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য আটক ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

দুধ সরবরাহ

১১.২ কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং উক্ত লাইসেন্সের শর্তানুসারে ব্যতীত কোন ব্যক্তি নগরীতে দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য দুগ্ধবতী গবাদি পশুপালন করিবে না অথবা কোন দুগ্ধ আমদানী বা বিক্রয় করিবে না, অথবা মাখন, ঘি বা দুগ্ধজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবে না বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ব্যবহার করিবে না।

১১.৩ কর্পোরেশন, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং অনুররূপ প্রকল্পে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গোয়ালা কলোনী স্থাপন এবং নগরীর কোন এলাকায় দুগ্ধবতী গবাদিপশু পালন নিষিদ্ধ করিবার এবং জনসাধারণের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য বিধান থাকিবে।

12. **সাধারণের বাজার**

12.1 আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে কর্পোরেশন খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও জীবজন্তু বিক্রয়ের জন্য সাধারণের বাজার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

12.2 আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কর্পোরেশন সাধারণের বাজার নির্মাণের উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক স্থিরকৃত শর্তাবলী সাপেক্ষে ইচ্ছুক দখলকারগণের নিকট হইতে নির্ধারিত সালামী বা আগাম ভাড়া আদায় করিতে পারিবে।

12.3 কর্পোরেশন সাধারণের বাজারের জন্য প্রবিধান দ্বারা—

(ক) বাজার ব্যবহার অথবা বাজারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য ফিস ধার্য করিবার;

(খ) বিক্রয়ার্থ পণ্য বহনকারী যানবাহন বা পশুর উপর ফিস আরোপ করিবার;

(গ) দোকান ও স্টল ব্যবহারের জন্য ফিস আদায় করিবার;

(ঘ) বিক্রয়ের জন্য আনীত বা বিক্রিত পশুর উপর ফিস ধার্য করিবার; এবং

(ঙ) বাজারের দালাল, কমিশন এজেন্ট, কয়াল এবং বাজারের জীবিকা অর্জনকারী অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে ফিস আদায়ের বিধান করিতে পারিবে।

১৩. বেসরকারি বাজার

১৩.১ কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে কোন বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করা যাইবে না।

১৩.২ উপ-ধারা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে নগরীতে কোন ব্যক্তির কোন বেসরকারি বাজার থাকিলে তিনি এই আইন বলবৎ হইবার তিন মাসের মধ্যে কর্পোরেশনের নিকট লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিবেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাহাকে লাইসেন্স প্রদান করা না হয় ততদিন পর্যন্ত তিনি উক্ত বাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকিবেন।

১৩.৩. কর্পোরেশন প্রবিধান অনুযায়ী বেসরকারি বাজার হইতে ফিস আদায় করিতে পারিবে।

১৩.৪. কর্পোরেশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন বেসরকারি বাজার জনস্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া অথবা উহার কর্তৃত্ব কর্পোরেশনের গ্রহণ করা উচিত, তাহা হইলে কর্পোরেশন বাজারটি বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৩.৫. কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা বেসরকারি বাজারে মালিককে উক্ত নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাজারের প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্য সমাধা করিবার, বা ইহাতে প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা করিবার এবং ইহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নোটিশে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৪. কসাইখানা

কর্পোরেশন নগরীর সীমানার মধ্যে বা উহার বাহিরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এক বা একাধিক স্থানে মাংস বিক্রির উদ্দেশ্যে পশু জবাই বা কসাইখানার ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

১৫. পশু

পশুপালন

১৫.১. কর্পোরেশন পশু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা উহাদের কার্য নিয়ন্ত্রণ ও উহার চিকিৎসা বাবদ আদায়যোগ্য ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

১৫.২. পশুরোগ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ২(ঙ) এর অধীন তফসিলে বর্ণিত সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধকল্পে উক্ত আইনের ধারা ৭ এর অধীন কর্পোরেশন বাধ্যতামূলকভাবে টিকা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং অনুরূপ রোগজীবাণু দ্বারা যে সকল পশু আক্রান্ত হয়েছে সে সকল পশুর চিকিৎসা ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

বেওয়ারিশ পশু

১৫.৩. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা রাস্তায় বা জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থান বা কর্ষিত ভূমিতে বন্ধনহীন অবস্থায় ইতস্ততঃ বিচরণরত পশু আটক করা ও খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

১৫.৪. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা গবাদিপশু আবদ্ধ করিবার জন্য খোয়াড়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং আবদ্ধকৃত পশুর জন্য জরিমানা ও ফিস আদায়ের বিধান করিতে পারিবে।

১৫.৫. কর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ কোন রাস্তায় বা স্থানে কোন পশু খুটায় বাঁধিয়া কিংবা আটকাইয়া রাখা যাইবে না, এবং যদি উক্তরূপ কোন রাস্তায় বা স্থানে কোন পশু বাঁধা বা আটক অবস্থায় পাওয়া যায় তবে উহাকে বন্ধ করা এবং খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখা যাইবে।

পশুশালা ও খামার

১৫.৬. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পশুশালা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং ইহাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পশুসমূহ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

১৫.৭. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

গবাদিপশু বিক্রয় রেজিস্ট্রিকরণ

১৫.৮. কর্পোরেশন, প্রবিধান দ্বারা উহাতে উল্লিখিত প্রত্যেক পশু বিক্রয় রেজিস্ট্রি করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপ বিক্রয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং ফিস প্রদানে রেজিস্ট্রি করিবার বিধান করিতে পারিবে।

পশুসম্পদ উন্নয়ন

১৫.৯. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পশুপালন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন অথবা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ প্রকল্পে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি যাহাতে নির্দিষ্ট কোন বয়স অপেক্ষা অধিক বয়সী পশু নির্বীর্য না করিয়া অথবা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, উহা প্রজননক্ষম এই মর্মে প্রত্যয়ন না করাইয়া রাখিতে না পারে তাহার বিধানও করা যাইবে।

বিপজ্জনক পশু

১৫.১০. কর্পোরেশন, প্রবিধান দ্বারা কোন পশু বিপজ্জনক পশু বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন পশু কি অবস্থায় সচরাচর বিপজ্জনক না হওয়া সত্বেও কি অবস্থায় বিপজ্জনক বলিয়া গণ্য হইবে তাহার বিধান করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ প্রবিধানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অনুরূপ পশু আটক ও ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে।

গবাদিপশু প্রদর্শনী, ইত্যাদি

১৫.১১. কর্পোরেশন নগরীতে গবাদিপশু প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রদর্শনী ও মেলায় দর্শকদের নিকট হতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফিস আদায় করিতে পারিবে।

১৫.১২. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চিড়িয়াখানা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে এবং তদুদ্দেশ্যে চাঁদা আদায় করিতে পারিবে।

পশুর মৃতদেহ অপসারণ

১৫.১৩. উক্ত পশুর মৃতদেহ ২৪ ঘন্টার মধ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে (যদি থাকে) কিংবা পৌর এলাকার সীমানায় ১ মাইল বাহিরের কোন নির্ধারিত স্থানে পশুরোগ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ১১তে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাটিতে পুঁতিয়া বা আগুনে পুড়াইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিবে।

ব্যাখ্যাঃ ''পশু'' বলিতে মানুষ ব্যতীত সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী, মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য জলজ প্রাণী এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন পশুকে বুঝাইবে।

১৬. **শহর পরিকল্পনা**

মহাপরিকল্পনা

১৬.১. কর্পোরেশন নগরীর জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে—

(ক) পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) নগরীর ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনকল্যাণমূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ সম্বলিত একটি জরীপ;

(গ) নগরীর কোন এলকার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; এবং

(ঘ) নগরীর মধ্যে কোন এলাকায় জমির উন্নতিসাধন, ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ।

ভূমির উন্নয়ন প্রকল্প

১৬.২. এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুসারে কোন মহাপরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদিত মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোন এলাকায় কোন ভূমির মালিক উক্ত এলাকার জন্য বিধি অনুযায়ী প্রণীত ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত অসামঞ্জস্য হয় এইভাবে মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণের অধিক কোন ভূমির উন্নয়ন সাধন বা উহাতে কোন ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিতে পারিবে না।

১৬.৩. কোন ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা—

(ক) কোন এলাকাকে বিভিন্ন প্লটে বিভক্তকরণ;
(খ) রাস্তা, নর্দমা ও খালি জায়গার ব্যবস্থাকরণ;
(গ) জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত এবং কর্পোরেশনকে হস্তান্তরিত হইবে এইরূপ ভূমি;
(ঘ) কোন ভূমি কর্পোরেশন অধিগ্রহণ করিবে;
(ঙ) প্লটসমূহের মূল্য;
(চ) কোন স্থানের মালিকের খরচে সম্পাদনীয় কার্য; এবং
(ছ) এলাকার উন্নতিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়।

ভূমির উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা

১৬.৪. ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প কর্পোরেশনের পরিদর্শনাধীনে নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়ন করা হইবে, এবং ইহা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৬.৫. যদি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের বিধানের খেলাপ করিয়া কোন জায়গা উন্নয়ন করা হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা ভূমির মালিককে অথবা বিধান খেলাপকারী ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিতভাবে জায়গাটিতে পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি নির্দেশ মোতাবেক পরিবর্তন সাধন না করা হয়, অথবা পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন প্রবিধান অনুসারে আপত্তিকর নির্মাণ কার্য ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন উক্তরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।

১৬.৬. যদি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন ভূমির, প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উন্নয়ন সাধন করা না হয় এবং কর্পোরেশন তজ্জন্য সময় বর্ধিত না করে অথবা ভূমির উন্নয়ন উক্ত প্রকল্পের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন প্রবিধান অনুসারে ভূমি উন্নয়নের ভার স্বয়ং গ্রহণকরতঃ প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে, এবং কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ ভূমির মালিকের নিকট হইতে তাঁহার উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৭. ইমারত নিয়ন্ত্রণ

ইমারত সম্পর্কিত প্রবিধান

১৭.১. যদি কর্পোরেশন কোন ইমারত বা উহার উপর স্থাপিত কোন কিছু ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় পড়িবার আশংকা রহিয়াছে বলিয়া মনে করে কিংবা উহা কোন প্রকারে উহার বাসিন্দাদের অথবা উহার পার্শ্ববর্তী কোন ইমারত বা উহার বাসিন্দাদের বা পথচারীদের জন্য বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা উহাতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য উক্ত ইমারতের মালিককে বা দখলকারকে নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি এই নির্দেশ পালনে কোন ত্রুটি হয় তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ ইমারতের মালিকের নিকট হইতে তাঁহার উপর এই আইনের অধীনে আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৭.২. যদি কোন ইমারত বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে, বা উহা মানুষ বসবাসের অনুপযুক্ত হয় তাহা হইলে কর্পোরেশন উহার সন্তুষ্টি মোতাবেক ইমারতটি মেরামত না করা পর্যন্ত উহাতে বসবাস নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

১৮. রাস্তা

সাধারণের রাস্তা

১৮.১. কর্পোরেশন নগরীর অধিবাসী এবং নগরীতে আগন্তুকদের আরাম ও সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা এবং অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

রাস্তা

১৮.২. কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে এবং উক্ত অনুমোদনের শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোন নতুন রাস্তা তৈয়ার করা যাইবে না।

১৮.৩. সাধারণের রাস্তা ব্যতীত অন্যান্য সকল রাস্তা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হইবে।

১৮.৪. কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা, নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোন রাস্তা পাকা করা বা উহার পানি নিষ্কাশন বা উহার আলোর ব্যবস্থা করা বা অন্য কোন প্রকারে উহাকে উন্নত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি উক্ত নির্দেশ অমান্য করা হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন স্বীয় এজেন্ট দ্বারা উক্ত কার্য সম্পাদন করাইতে পারিবে এবং ইহা বাবদ ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাহাদের উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসেবে আদায়যোগ্য হইবে।

রাস্তা সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলী

১৮.৫. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যে কোন রাস্তার নাম করণ করিতে পারিবে এবং রাস্তার নাম উহার উপর বা উহার কোন মোড়ে কিংবা ইহার শেষ প্রান্তে বা প্রবেশ পথে পরিষ্কারভাবে ফলকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৮.৬. কোন ব্যক্তি কোন রাস্তা বা উহার নাম বা নাম ফলক বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না কিংবা কর্পোরেশনের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত উহার নাম ফলক অপসারণ করিবে না।

১৮.৭. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাস্তা ও ইমারত নির্মাণের সীমারেখা অংকিত করিতে পারিবে এবং কোন রাস্তা বা ইমারত নির্মাণের ব্যাপারে এইরূপ সীমারেখা মানিয়া চলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৮.৮. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা রাস্তার উপদ্রব এবং রাস্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে অপরাধের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে পারিবে এবং উহা প্রতিরোধ ও দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

অবৈধভাবে প্রবেশ

১৮.৯. কর্পোরেশনের কোন রাস্তা, নর্দমা, ভূমি, বাড়ী, গলি বা পার্কে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তাবলী ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে অবৈধভাবে প্রবেশ করিবে না।

১৮.১০. উক্তরূপ অবৈধ পদার্পণ হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবৈধ পদার্পণকারী ব্যক্তিকে তাঁহার অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি এই নির্দেশ মান্য না করেন তাহা হইলে কর্পোরেশন অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য যাথযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই বাবদ যে ব্যয় হইবে তাহা উক্ত পদার্পণকারীর নিকট হইতে তাহার উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৮.১১. ক্রমিক ১৮.১০ এর অধীনে জারিকৃত নোটিশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং উহার উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা

১৮.১২. কর্পোরেশন সব ধরনের রাস্তায় বা উহার উপর ন্যস্ত সর্বসাধারণের ব্যবহার্য অন্যান্য স্থান যথাযথভাবে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৮.১৩. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাস্তায় আলোকিতকরণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা

১৮.১৪. কর্পোরেশন জনসাধারণের আরাম ও সুবিধার জন্য সাধারণ রাস্তা পানি দ্বারা ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

১৯. যানবাহন নিয়ন্ত্রণ

১৯.১. পথচারীগণ যাহাতে পথ চলিতে বিপদগ্রস্ত না হন এবং তাহারা নিরাপদে ও অনায়াসে পথে চলাফেরা করিতে পারে সেই জন্য কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

সাধারণ যানবাহন

১৯.২. কোন ব্যক্তি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত নগরীতে মোটরগাড়ী ছাড়া অন্য কোন সাধারণ যানবাহন রাখিতে, ভাড়া দিতে বা চালাইতে পারিবেন না।

১৯.৩. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাধারণ যানবাহনের ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং কোন ব্যক্তি এইরূপ নির্ধারিত ভাড়ার অধিক ভাড়া দাবী করিতে পারিবে না।

২০. জননিরাপত্তা

অগ্নিনির্বাপণ

২০.১. কর্পোরেশন অগ্নি নিরোধ ও অগ্নি নির্বাপণের জন্য দমকল বাহিনী গঠন করিতে পারিবে এবং উহার সদস্য সংখ্যা, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২০.২. নগরীতে কোন অগ্নিকান্ড ঘটিলে কোন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা দমকল বাহিনীর কার্য-পরিচালনাকারী কোন কর্মকর্তা কিংবা অন্যূন সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদাসম্পন্ন কোন পুলিশ কর্মকর্তা—

(ক) কোন ব্যক্তি অগ্নি নির্বাপক কার্যে অথবা জানমাল রক্ষার ব্যাপারে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করিলে তাহাকে অপসারণ করিতে বা অপসারণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) অগ্নিকান্ডের স্থানে বা উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে কোন রাস্তা বা পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে;

(গ) অগ্নি নির্বাপণের উদ্দেশ্যে যে কোন বাড়িঘর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভাংগিয়া দিতে পারিবেন অথবা উহার মধ্য দিয়ে অগ্নি নির্বাপণকারী পানির পাইপ ও যন্ত্রপাতি নেওয়ার জন্য পথের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) যেই স্থানে অগ্নিকান্ড ঘটিয়াছে সেই স্থানে পানির চাপ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উহার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত যে কোন পাইপ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে;

(ঙ) অগ্নি নির্বাপক গাড়ির দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে অগ্নি নির্বাপণে সম্ভাব্য সকল সাহায্যদানের আহবান জানাইতে পারিবে;

(চ) জানমাল রক্ষার্থে অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

বেসামরিক প্রতিরক্ষা

২০.৩. কর্পোরেশন বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান করিবে।

২১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

কর্পোরেশন এলাকায় যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারের নীতি ও বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রশাসনের সহিত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২২. বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য

২২.১. সরকার বিধিমালা দ্বারা কি কি দ্রব্য বা ব্যবসায় এই ধারার উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর তাহা নির্ধারণ করিবে।

২২.২. কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোন লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসা চালাইতে পারিবে না;

(খ) কোন বাড়িঘর বা স্থানকে কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসার জন্য ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে না; এবং

(গ) গার্হস্থ্য কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা কোন আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার অধিক কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর বস্তু কোন বাড়ীঘরে রাখিতে পারিবে না।

২৩. গোরস্থান ও শ্মশান

২৩.১. কর্পোরেশন মৃত ব্যক্তির দাফন বা দাহের জন্য গোরস্থান ও শ্মশানের ব্যবস্থা করিবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৩.২. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন গোরস্থান বা শ্মশানকে কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অনুরূপ ঘোষণার পর উহা কর্পোরেশনে ন্যস্ত হইবে এবং কর্পোরেশন উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৩.৩. যে সকল গোরস্থান বা শ্মশান কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয় না সেই সকল গোরস্থান বা শ্মশান কর্পোরেশনের নিকট রেজিস্ট্রিভুক্ত করাইতে হইবে এবং উহা প্রবিধান অনুযায়ী কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে।

২৩.৪. কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোন লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোন নতুন গোরস্থান বা শ্মশান প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

২৪. গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন

বৃক্ষ রোপণ

২৪.১. কর্পোরেশন নগরীর সাধারণ রাস্তা ও অন্যান্য সরকারি জায়গায় বৃক্ষ রোপণ করিবে এবং উহার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৪.২. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বৃক্ষ-গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

উদ্যান

২৪.৩. কর্পোরেশন নগরীর মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধা ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ উদ্যান নির্মাণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং প্রবিধান অনুযায়ী উক্ত উদ্যান পরিচালিত হইবে।

২৪.৪. প্রত্যেক সাধারণ উদ্যানের উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

খোলা জায়গা

২৪.৫. কর্পোরেশন নগরীর মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধার্থে খোলা জায়গার ব্যবস্থা করিবে এবং উহাকে তৃণাচ্ছাদিত করিবার, ঘেরা দেওয়া এবং মানোন্নয়ন করিবার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

বন

২৪.৬. কর্পোরেশন বনোন্নয়ন করিতে পারিবে এবং বন-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং উহার বনাঞ্চলে বৃক্ষ রোপণ এবং সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

বৃক্ষ সংক্রান্ত ক্ষতিসাধন কার্যাবলী

২৪.৭. কর্পোরেশন বৃক্ষ ও চারা গাছের ধ্বংস সাধনকারী কীট-পতংগ বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২৪.৮. যদি নগরীর কোন জমিতে বা অঙ্গনে ক্ষতিকর গাছপালা বা লতাগুল্ম জন্মে তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা জমি বা অঙ্গনের মালিক ও দখলদারকে উহা পরিষ্কার করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজেই উহা পরিষ্কার করিতে পারিবে এবং ইহা বাবদ কর্পোরেশনের যাবতীয় ব্যয় উক্ত মালিক ও দখলদারের নিকট হইতে তাহাদের উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২৪.৯. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিপজ্জনক বৃক্ষ কর্তন করিবার অথবা রাস্তার উপর ঝুলন্ত এবং রাস্তা চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বা অন্য কোন অসুবিধা সৃষ্টিকারী উহার শাখা ছাটিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে।

২৪.১০. কর্পোরেশন, নোটিশ দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত কোন এলাকায় জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন শস্য উৎপাদন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

২৫. পুকুর ও নিম্নাঞ্চল

কর্পোরেশন পুকুর খনন ও পুনঃখনন এবং নিম্নাঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষা

২৬.১. কর্পোরেশন সরকারের নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে নগরীতে শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারিবে।

২৬.২. কর্পোরেশন যে সকল প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২৬.৩. কর্পোরেশন নির্ধারিত ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

২৬.৪. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নগরীতে অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা

২৬.৫. আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে, কর্পোরেশন নগরীতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য দায়ী থাকিবে এবং নগরীতে স্কুলে যাওয়ার বয়সী সকল ছেলেমেয়ে যাহাতে কর্পোরেশনের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলী

২৬.৬. **কর্পোরেশন—**

(ক) ছাত্রাবাসরূপে ব্যবহারের জন্য ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(খ) যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঙ) অনাথ ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(চ) বিদ্যালয়ের পুস্তকাদি ও স্টেশনারী দ্রব্যাদির বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে;

(ছ) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে—

(১) শিক্ষা সমিতির উন্নয়নের সহায়তাদান করিতে পারিবে;

(২) শিক্ষা জরিপ ব্যবস্থা এবং শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে পারিবে;

(৩) বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্য প্রদানে দুগ্ধ ও খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(জ) শিক্ষার উন্নয়নের সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

সংস্কৃতি

২৬.৭. **কর্পোরেশন—**

(ক) নগরীর শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জনস্বার্থে সম্পাদিত বিষয়ের প্রচারের জন্য তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

(খ) সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহার্য জায়গায় রেডিও ও টেলিভিশন সেটের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(গ) যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন এবং উহার রক্ষিত জিনিসপত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) পাবলিক হল ও সমাজ কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঙ) স্বাধীনতা দিবস ও অন্যান্য জাতীয় ছুটির দিনগুলি উদযাপন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(চ) কর্পোরেশনে আগমনকারী বিশিষ্ট মেহমানদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ছ) জাতীয় ভাষার ব্যবহারে উৎসাহদান করিতে পারিবে;

(জ) জনসাধারণের মধ্যে শরীর চর্চা, ব্যায়াম ও খেলাধুলার উৎসাহদান এবং র‌্যালী ও টুর্নামেন্টে পরিচালনা করিতে পারিবে;

(ঝ) নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঞ) নগরীর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ট) সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ ও উন্নতি বিধান করিতে পারিবে; এবং

(ঠ) দেশীয় সাংস্কৃতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের সহায়ক সম্ভাব্য অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

পাঠাগারসমূহ

২৬.৮. কর্পোরেশন, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাধারণ পাঠাগার ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার করিতে পারিবে।

মেলা ও প্রদর্শনী

২৬.৯. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নগরীতে কোন মেলা, প্রদর্শনী বা সাধারণ উৎসবের সময় জনস্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তার প্রয়োজনে বা জনগণের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার দর্শকদের উপর ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

২৭. **সমাজকল্যাণ**

কর্পোরেশন—

(ক) দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(খ) কর্পোরেশন নিজ খরচে নগরীতে মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) সমাজ সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক গঠনে সংগঠিত করিতে পারিবে;

(ঙ) নারী, শিশু ও পশ্চাদপদ শ্রেণীর কল্যাণসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(চ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

২৮. **উন্নয়ন**

উন্নয়ন পরিকল্পনা

২৮.১. কর্পোরেশন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে তবে অনুরূপ পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে হইবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথাঃ—

(ক) কর্পোরেশনের কোন বিশেষ কার্যাবলীর উন্নয়ন;

(খ) পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;

(গ) সরকার কর্পোরেশন বা উহার কোন খাত হইতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

২৮.২. কর্পোরেশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

বাণিজ্যিক প্রকল্প

২৮.৩. কর্পোরেশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

চতুর্থ তফসিল

(ধারা ৮২ দ্রষ্টব্য)

কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপণীয় কর, উপকর, রেইট, টোল এবং ফিস

(১) ইমারত ও জমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর।

(২) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর।

(৩) ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃ নির্মাণের জন্য আবেদনের উপর কর।

(৪) নগরীতে ভোগ, ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানীর উপর কর।

(৫) নগর হইতে পণ্য রপ্তানির উপর কর।

(৬) টোল জাতীয় কর।

(৭) পেশা বা বৃত্তির উপর কর।

(৮) জন্ম, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ ও যিয়াফত বা ভোজের উপর কর।

(৯) বিজ্ঞাপনের উপর কর।

(১০) পশুর উপর কর।

(১১) সিনেমা, ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ এবং চিত্তবিনোদনের উপর কর।

(১২) মোটর গাড়ী এবং নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর।

(১৩) বাতি ও অগ্নি রেইট।

(১৪) ময়লা নিষ্কাশন রেইট।

(১৫) জনসেবামূলক কার্য সম্পাদনের জন্য রেইট।

(১৬) পানি কল ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য রেইট।

(১৭) সরকার কর্তৃক আরোপিত করের উপর উপকর।

(১৮) স্কুল ফিস।

(১৯) কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কোন জনসেবামূলক কার্য হইতে প্রাপ্ত করের উপর ফিস।

(২০) মেলা, কৃষি প্রদর্শনী, শিল্প প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফিস।

(২১) বাজারের উপর ফিস।

(২২) কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন ও অনুমতির জন্য ফিস।

(২৩) কর্পোরেশন কর্তৃক কৃত কোন বিশেষ কার্যের জন্য ফিস।

(২৪) পশু জবাই দেওয়ার জন্য ফিস।

(২৫) এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে অনুমোদিত অন্য কোন ফিস।

(২৬) সরকার কর্তৃক আইন বলে আরোপণীয় অন্য কোন কর।

পঞ্চম তফসিল

(ধারা ৯২ দ্রষ্টব্য)

এই আইনের অধীনে অপরাধসমূহ

(1) কর্পোরেশন কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর, উপকর, টোল, রেইট ও ফিস ফাঁকি দেওয়া।

(২) এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীনে যে সকল বিষয়ে কর্পোরেশন কোন তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে কর্পোরেশনের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা উহার নিকট ভুল তথ্য সরবরাহ করা।

(৩) এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয়, সেই কার্য বিনা লাইসেন্স বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

(৪) এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ।

(৫) এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন এলাকার উন্নয়ন।

(৬) কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন রাস্তা নির্মাণ বা নির্মাণ কার্য পরিচালনা।

(৭) কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন জনপথে অবৈধ প্রবেশ।

(৮) এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোন রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা, অথবা কোন রাস্তাকে যানবাহন বা জীবজন্তুকে থামাইয়া তাঁবু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

(৯) গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

(১০) কর্পোরেশনের অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভাবে পায়খানার গর্ত বা নালা হইতে মলমূত্র বা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ কোন জনপথ বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বা গড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এই প্রকার কোন নর্দমা, খাদ বা পয়ঃপ্রণালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

(১১) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন জনপথে নর্দমা খনন বা উহার পরিবর্তন।

(১২) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন জনপথের নর্দমার সহিত কোন গৃহের নর্দমার সংযোগ সাধন।

(১৩) কোন রাস্তায় অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নহে এই রকম স্থানে আবর্জনা নিক্ষেপ করা বা রাখা।

(১৪) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিসাধন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা অথবা কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিসাধন দ্রব্য জমা করা।

(১৫) পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কোন কাজ করা।

(১৬) জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হওয়ার সন্দেহে কর্পোরেশন কর্তৃক কোন উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ উৎস হইতে পানি পান করা।

(১৭) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদিপশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো, বা গোসল করানো, প্রস্রাব করানো।

(১৮) আবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন পুকুরে বা ডোবায় অথবা উহার সন্নিকটে শন, পাট বা অন্য কোন গাছপালা ডুবাইয়া রাখা।

(১৯) আবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা।

(২০) কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বা পরিচালনাধীন পানি সরবরাহের কূপ, পাইপ, জলাধার অথবা কলকব্জা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাভরে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে দেওয়া।

(২১) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন পাইপ হইতে পানি লইয়া যাওয়া বা পানি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা।

(২২) পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোন পাইপ, মিটার অথবা অন্য কোন যন্ত্রপাতিতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা।

(২৩) অবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি, পাথর বা অন্য কিছু খনন করা।

(২৪) আবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্য হইতে ইট ভাটি, চুন ভাটি, কাঠ কয়লা ভাটি ও মৃৎশিল্প স্থাপন।

(২৫) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।

(২৬) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলমূত্র, পানি আবর্জনা অথবা বর্জিত পদার্থ রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদন, অপসারণ মেরামত বা পরিস্কার করিতে বা জীবাণুমুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণ করিতে ব্যর্থতা।

(২৭) কর্পোরেশন কর্তৃক কোন আগাছা ঝোপঝাড় বা লতাগুল্ম জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও উহা অপসারণ বা পরিষ্কার করিতে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের বা দখলদারের ব্যর্থতা।

(২৮) জনপথ সংলগ্ন কোন স্থানে জন্মানো কোন আগাছা, লতাগুল্ম বা গাছপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির কোন পুকুর, কুয়া বা অন্য কোন উৎসের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলকার কর্তৃক উহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থতা।

(২৯) কর্পোরেশন কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন শস্যের চাষ করা, সারের প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

(৩০) কর্পোরেশন কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্য কোন উৎস পরিষ্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা ভরাট করিতে বা উহা হইতে পানি নিষ্কাশন করিত উহার মালিক বা দখলকারীর ব্যর্থতা।

(৩১) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া কোন জমি বা দালান হইতে পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা জমি বা দালানের মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা।

(৩২) চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেশনের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোন চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

(৩৩) কোন স্থানে সংক্রামক রোগের সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তির কর্পোরেশনের নিকট খবর দিতে ব্যর্থতা।

(৩৪) সংক্রামক রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন স্থানকে রোগজীবাণুমুক্ত করিতে উহার মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা।

(৩৫) সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয়।

(৩৬) রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন যানবাহনের মালিক বা চালক কর্তৃক উহাকে রোগজীবাণুমুক্ত করিতে ব্যর্থতা।

(৩৭) দুগ্ধের জন্য বা খাদ্যের জন্য রক্ষিত কোন প্রাণীকে ক্ষতিকর কোন দ্রব্য খাওয়ানো বা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া।

(৩৮) এতদ্‌উদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী জবাই করা।

(৩৯) ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা ভিন্ন মানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো।

(৪০) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে সাধারণের ব্যবহার্য বা রেজিস্ট্রিকৃত গোরস্থান বা শ্মশান নহে এই প্রকার কোন স্থানে মৃতদেহ দাফন বা দাহ করা।

(৪১) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা দিয়া মৃতদেহ লইয়া যাওয়া।

(৪২) উপযুক্ত অনুমতি ব্যতিরেকে কর্পোরেশনের দিক নির্দেশক ফলক বা বাতির খুটি, বাতি নাড়াচড়া বা বিকৃত অথবা কর্পোরেশনের বাতি নিভাইয়া দেওয়া।

(৪৩) এতদ্‌উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বিজ্ঞাপন, নোটিশ, প্লাকার্ড বা অন্য কোন প্রকার প্রচারপত্র আটিয়া দেওয়া।

(৪৪) কোন অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা।

(৪৫) কর্পোরেশন কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্তুপীকৃত করা।

(৪৬) সূর্যাস্তের অর্ধ ঘন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের অর্ধ ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন যানবাহন যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।

(৪৭) যানবাহন চালানোর সময় সংগত কারণ ব্যতীত রাস্তার বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-নিষেধ না মানা।

(৪৮) কর্পোরেশন কর্তৃক জারীকৃত কোন নিষেধাজ্ঞা ভংগ করিয়া রেডিও, টেলিভিশন বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, মাইক ব্যবহার, ঢাক-ঢোল পিটানো, ভেপু বাজানো, অথবা কাঁশা বা অন্য কোন জিনিষের দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি করা।

(৪৯) আগ্নেয়াস্ত্র, পটকা বা আতশবাজী এমনভাবে ছোড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলায় বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোন সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৫০) পথচারীদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে এমনভাবে গাছ কাটা, দালান কোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

(৫১) হিংস্র কুকুর বা অন্য কোন ভয়ংকর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া বা লেলাইয়া দেওয়া।

(৫২) কর্পোরেশন কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত কোন দালান ভাংগিয়া ফেলিতে বা উহাকে মজবুত করিতে ব্যর্থতা।

(৫৩) কর্পোরেশন কর্তৃক মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত দালান-কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কাহাকেও উহাতে বসবাস করিতে দেওয়া।

(৫৪) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন দালান চুনকাম বা মেরামত করিতে ব্যর্থতা।

(৫৫) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও বাড়ী হইতে ময়লা নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে বাড়ীর মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা।

(৫৬) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বা কর্পোরেশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করা।

(৫৭) ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি-মিনতি করা বা শরীরের কোন বিকৃত অংগে বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা।

(৫৮) কর্পোরেশন কর্তৃক নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত এলাকায় পতিতালয় স্থাপন বা পতিতাবৃত্তি পরিচালনা করা।

(৫৯) কর্পোরেশনের কোন কাউন্সিলর বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সজ্ঞানে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, স্বয়ং বা কোন অংশীদার মারফত কর্পোরেশনের কোন ঠিকাদারীতে স্বত্ব বা অংশ অর্জন করা।

(৬০) কর্পোরেশন কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় কর্মকর্তা বা কর্মচারী বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও উক্তরূপ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কাজে অনুপস্থিতি, কাজে গাফিলতি অথবা কাজ করিতে অস্বীকৃতি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অদক্ষভাবে কাজ সম্পাদন।

(৬১) বিধি দ্বারা অপরাধ বলিয়া ঘোষিত কোন কাজ করা।

(৬২) এই আইন বা কোন বিধি বা তদধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ নির্দেশ বা কোন ঘোষণা বা জারিকৃত কোন বিজ্ঞপ্তির খেলাপ।

ষষ্ঠ তফসিল

[ধারা ১২০(২) দ্রষ্টব্য]

যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে

(১) কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব, কার্যাবলী ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত।

(২) মেয়র এবং কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ডসমূহের এলাকা নির্ধারণ।

(৩) মেয়র এবং কাউন্সিলর অপসারণের জন্য বিশেষ সভা আহবানের পদ্ধতি।

(৪) কর্পোরেশনের কার্য কি প্রকার এবং কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইবে তাহা নির্ধারণ।

(৫) পূর্তকাজ সম্পন্নের পদ্ধতি, পূর্তকাজ সম্পন্ন করিবার জন্য প্রদেয় টাকার হারের তফসিল, বাৎসরিক পূর্তকাজের কর্মসূচি এবং উহার মঞ্জুরী ও বাস্তবায়ন, পূর্তকাজ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা।

(৬) চুক্তি সম্পাদন, নিবন্ধন ও বলবৎ করিবার পদ্ধতি।

(৭) ঠিকাদারগণের নিবন্ধিকরণ ফিস, ঠিকাদার কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং জামানত বাজেয়াপ্তের শর্তাদি।

(৮) রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য রেকর্ডসমূহ, কি কি রিপোর্ট এবং রিটার্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা নিরূপণ এবং তাহার প্রকাশনা পদ্ধতি, অপ্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্রের হেফাজতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ধ্বংসকরণ।

(৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উপর কি কি ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে এবং উহা কি প্রকারে নির্বাহ করা হইবে তাহা নির্ধারণ।

(১০) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্ত পদ্ধতি।

(১১) কর্পোরেশন তহবিলের হেফাজাত, বিনিয়োগ, পরিচালনা, প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণ পরিশোধের জন্য বিশেষ ফান্ড (Sinking Fund) ও অন্যান্য তহবিল স্থাপন।

(১২) বাজেটের ফরম ও প্রণয়ন পদ্ধতি, কর্পোরেশনের নিকট বাজেট পেশ এবং তৎকর্তৃক উহা বিবেচনা ও অনুমোদনের পদ্ধতি, কর্পোরেশনের বাজেট সভা আহবান ও বাজেট সংশোধন পদ্ধতি।

(১৩) হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, মাসিক ও বার্ষিক হিসাব প্রণয়ন, পরীক্ষা, প্রত্যয়ন ও প্রকাশনা।

(১৪) কি কি উদ্দেশ্যে এবং কি প্রকারে ঋণ সংগ্রহ করা যাইবে তাহা নির্ধারণ, ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট করণ।

(১৫) কর্পোরেশনের সম্পদ বা তহবিল অবচয় বা অপ্রয়োগকারী ব্যক্তির দায়িত্ব নির্ধারণ পদ্ধতি।

(১৬) সম্পত্তি নিবন্ধিকরণ ও প্রতিপাদন ও উহার হিসাবরক্ষণ।

(১৭) কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য দাবি নির্ধারণ, উসুল ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং তৎসম্পর্কে করদাতাদের দায়িত্ব।

(১৮) অকট্রয় (Octroi) ফাঁকি বন্ধকরণ, অকট্রয় আদায়যোগ্য মালের তল্লাশী ও অকট্রয় আদায়ের জন্য পরিচালিত অভিযান দাবী।

(১৯) কর এবং অন্যান্য দাবির বিল ও নোটিশ জারি পদ্ধতি, ক্রোক ও বিক্রয়পূর্বক কর এবং অন্যান্য দাবি আদায় পদ্ধতি, অনাদায়যোগ্য দাবি খারিজ।

(২০) এই আইনের অধীনে বিধি ধারা নির্ধারণযোগ্য অন্যান্য বিষয়।

সপ্তম তফসিল

[ধারা ১২১(২) দ্রষ্টব্য]

যে সকল বিষয় সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে

(১) কর্পোরেশন ও উহার কমিটিসমূহের সভার কার্য পরিচালনা।

(২) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী।

(৩) জনগণের অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে মূলতবী প্রস্তাব।

(৪) সভা অভিযাচন।

(৫) সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ।

(৬) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

(৭) সাধারণ সীলমোহর হেফাজত ও ব্যবহার।

(৮) কর্পোরেশন অফিসের দপ্তর ও উপ-দপ্তর স্থাপন এবং উহাদের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ।

(৯) লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি।

(১০) সরকারি ও বেসরকারি মেলা অনুষ্ঠান ও উৎসব পালন, উক্তরূপ মেলা ও উৎসবের স্থানে দোকানপাট ও আমোদ-প্রমোদের স্থানের জন্য লাইসেন্স প্রদান, বেসরকারি মেলার জন্য লাইসেন্স প্রদান, মেলা ও উৎসবাদি পরিদর্শন।

(১১) সর্ব সাধারণের জন্য চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, বেসরকারি তত্ত্বাবধানে সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানের লাইসেন্স প্রদান, সর্ব সাধারনের চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের স্থানে লোকজনের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ।

(১২) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তদারকের জন্য জায়গা-জমি ও বাড়িঘর পরিদর্শন, বাড়িঘরের মালিক কর্তৃক আবর্জনা পরিষ্কার ও অপসারণ, ব্যক্তিগত পায়খানা ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ ও পরিদর্শন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ব্যক্তিগত ঝাড়ুদারের লাইসেন্স প্রদান।

(১৩) রোগ-সংক্রামিত ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র অথবা অন্যান্য দ্রব্যাদি অপসারণ, রোগ-সংক্রমণ মুক্তকরণ ও ধ্বংসকরণ, বাড়িঘর এবং যানবাহন রোগ-সংক্রমণ মুক্তকরণ, সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধের ব্যাপারে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(১৪) সরকারি এবং বেসরকারি গোরস্থান ও শ্মশানের জন্য লাইসেন্স প্রদান ও উহাদের সংরক্ষণ, কবর, স্মৃতিসৌধ এবং স্মৃতিফলক সংরক্ষণ, গরীব ও দুঃস্থদের দাফন ও শবদাহের ব্যবস্থা, দাফন ও শবদাহের জন্য ফিস।

(১৫) ক্ষতিকর ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর দ্রব্যাদির মজুদকরণ ও রক্ষণ।

(১৬) অবৈধ প্রবেশ, নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণ।

(১৭) বাজারে বিরক্তিকরণ বস্তু বা উপদ্রবের সংজ্ঞা নিরূপণ ও উহার নিরোধকরণ; বাজারে স্টল এবং মঞ্চ বরাদ্দকরণ; বাজারে বিক্রিতব্য পণ্য দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

(১৮) জীবজন্তুর মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ বিস্তার প্রতিরোধকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থা, ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত জীবজন্তুকে বাধ্যতামূলক টিকাদান বা উহার ধ্বংস সাধন, লাগামহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো জীবজন্তু আটককরণ ও খোঁয়াড়ে আবদ্ধকরণ, বাসস্থানে জীবজন্তু রাখা নিষিদ্ধকরণ, গবাদিপশু রেজিস্ট্রিকরণ, বিপজ্জনক জীবজন্তুর সংজ্ঞা এবং উহার আটককরণ, ধ্বংস সাধন বা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৯) কসাইখানায় জন্তু জবাই নিয়ন্ত্রণ, জবাইর পূর্বে পশু পরীক্ষা এবং জবাইর পরে গোস্ত পরীক্ষা, পশু জবাই ফিস, কসাইখানার প্রাপ্য মনুষ্য ব্যবহার অনুপযোগী গোস্তের ধ্বংস সাধন বা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণকরণ, অনুমোদিত কসাইখানায় জবাইকৃত পশুর গোস্ত বা যথাযথভাবে সংরক্ষিত গোস্ত ছাড়া অন্য কোন গোস্ত বিক্রয় করা নিষিদ্ধকরণ এবং অনুরূপ কোন গোস্তের ধ্বংস সাধন বা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণকরণ; কসাইখানার বাহিরে গোস্ত বহন নিয়ন্ত্রণ, অননুমোদিত কসাইখানা পরিদর্শন এবং অনুরূপ কসাইখানায় রাখা জন্তু ও গোস্ত আটক ও বাজেয়াপ্তকরণ।

(২০) যানবাহন ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ, পথ চলাচল বিধি, যানবাহন চলাচল সংকেত বিধি, গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ ও বাতি জ্বালানোর সময়।

(২১) ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ, ইমারত পরিদর্শন; অননুমোদিত পূর্তকার্য বন্ধকরণ, পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ খোলা জায়গা সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পার্কে প্রবেশের জন্য ও উহার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার জন্য প্রদেয় ফিস।

(২২) সাধারণ পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ খোলা জায়গার ব্যবহার ও উহাতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ খোলা জায়গা সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পার্কে প্রবেশের জন্য ও উহার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার জন্য প্রদেয় ফিস।

(২৩) ব্যক্তিগত নর্দমা নিয়ন্ত্রণ, নর্দমা সংরক্ষণ, পরিষ্কারকরণ ও পরিদর্শন, নর্দমা সংক্রান্ত অপরাধ।

(২৪) এই আইনের অধীনে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণযোগ্য অন্যান্য বিষয়।

অষ্টম তফসিল

[ধারা ১২২(২) দ্রষ্টব্য]

যে সকল বিষয় সম্পর্কে উপ-আইন প্রণয়ন করা যাইবে

(১) লাইসেন্স অনুমোদন এবং অনুমতি মঞ্জুর, নিবন্ধন ও পরিদর্শন পদ্ধতি; লাইসেন্স, অনুমোদন, অনুমতি ফরম এবং ফিস।

(২) সরকারি ও বেসরকারি মেলা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠান এবং উদ্যাপন; এইরূপ মেলা ও উৎসবাদির স্থানে দোকানপাট ও আমোদ-প্রমোদের স্থানের লাইসেন্স প্রদান, বেসরকারি মেলার জন্য লাইসেন্স প্রদান।

(৩) জনসাধারণের চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণের জন্য চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ স্থানের ও আংগিনার লাইসেন্স প্রদান; জনসাধারণের চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ স্থানে লোকজনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ।

(৪) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে জায়গা ও বাড়িঘর পরিদর্শন; বাড়িঘরের মালিক কর্তৃক আবর্জনা অপসারণ; সরকারি ও বেসরকারি শৌচাগার ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন; স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বেসরকারি পর্যায়ে ঝাড়ুদারের লাইসেন্স প্রদান।

(৫) সংক্রমিত ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, দ্রব্যাদি ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি অপসারণ, সংক্রামক জীবাণু মুক্তকরণ, সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধের বিষয়ে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(৬) সরকারি এবং বেসরকারি গোরস্থান ও শ্মশানের জন্য লাইসেন্স প্রদান ও এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণ, এইরূপ স্থানে কবর, স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিফলক ও অন্যান্য কাজ সংরক্ষণ, গরীব ও দুঃস্থদের দাফন ও দাহের ব্যবস্থা; দাফন ও দাহের জন্য ফিস।

(৭) ক্ষতিকরণ ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ; বিপজ্জনক এবং আপত্তিকর দ্রব্যাদির মজুদকরণ ও রক্ষণ নিয়ন্ত্রণকরণ।

(৮) অন্যান্য দখল নিয়ন্ত্রণ, দমন ও অপসারণ।

(৯) সাধারণ যানবাহন, সাধারণ যানবাহনের চালক বা বহন অথবা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত জন্তু এবং ব্যক্তির লাইসেন্স; সাধারণ যানবাহন, সাধারণ যানবাহনের বহনের জন্য ব্যবহৃত জন্তু এবং যেইখানে এইরূপ যানবাহন ও জন্তু রাখা হয় তাহা পরিদর্শন; স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা ও তাহাদের ব্যবহার পদ্ধতি; সাধারণ যানবাহন সম্পর্কিত অপরাধ।

(১০) যানবাহন ও যানবাহন চলাচল নিযন্ত্রণ; রাস্তা চলাচল বিধি; যানবাহন চলাচল সংকেত নিয়মাবলী; যানবাহনের গতি নিযন্ত্রণ ও বাতি জ্বালানোর সময়।

(১১) ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ; ইমারত পরিদর্শন; অননুমোদিত পূর্ত কাজ বন্ধকরণ; অননুমোদিত নির্মাণ কাজ ভেংগে ফেলা; ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত অপরাধ; ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের জন্য ফিস।

(১২) পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ উন্মুক্ত জায়গা ব্যবহার ও তাহা পরিদর্শনকারী ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ, পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ উন্মুক্ত খোলা জায়গা সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা; পার্কে প্রবেশের এবং পার্কের ব্যবস্থিত সুযোগ-সুবিধা অথবা সাজ-সরঞ্জাম ভোগের জন্য ফিস।

(১৩) বেসরকারি নর্দমা নিয়ন্ত্রণ; রক্ষণাবেক্ষণ; পরিষ্কারকরণ এবং নর্দমা পরিদর্শন; সংক্রান্ত অপরাধ।

(১৪) বাজারে উপদ্রব্যের সংজ্ঞা নিরূপণ ও নিরোধকরণ; বাজার এলাকায় স্টল এবং স্ট্যান্ড বরাদ্দকরণ; বাজারে বিক্রয়ার্থ পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

(১৫) জীবজন্তুর মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ বিস্তার রোধকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থা; এইরূপ রোগে আক্রান্ত পশুকে বাধ্যতামূলক টিকাদান অথবা ধ্বংস সাধন; ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ানো জীবজন্তু আটক এবং খোঁয়াড়ে আবদ্ধকরণ; বাসগৃহে জীব-জন্তু রাখা নিষিদ্ধকরণ; গবাদিপশু বিক্রয় নিবন্ধকরণ; বিপজ্জনক জীব-জন্তুর সংজ্ঞা নিরূপণ এবং এইরূপ জীব-জন্তুর আটক, ধ্বংস অথবা অপসারণের পদ্ধতি।

(১৬) কসাইখানার পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ; জবাইয়ের পূর্বে পশু পরীক্ষাকরণ এবং জবাইয়ের পর গোস্ত পরীক্ষাকরণ; পশু জবাই ফিস; কসাইখানার কোন গোস্ত মানুষের ভোগের অযোগ্য পাওয়া গেলে ইহার ধ্বংস সাধন অথবা অন্য উপায়ে অপসারণ; সংরক্ষিত গোস্ত অনুমোদিত কসাইখানায় জবাইকৃত গোস্ত ব্যতীত অন্য যে কোন গোস্তের বিক্রয় বন্ধকরণ এবং এইরূপ গোস্ত ধ্বংস অথবা অন্য কোন উপায়ে অপসারণ; কসাইখানা হইতে গোস্ত পরিবহন নিয়ন্ত্রণ; অননুমোদিত জবাইয়ের স্থান পরিদর্শন এবং এইরূপ অননুমোদিত স্থানের পশু এবং গোস্ত আটক ও বাজেয়াপ্তকরণ।

(১৭) এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে উপ-আইন দ্বারা নির্ধারণযোগ্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।